কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়

ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি)
১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন (৪র্থ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) সম্পর্কে ধারণা ঃ

ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর আর্থিক দাবীসমূহ নিষ্পত্তি এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হতে ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ রাজত্বে স্থানান্তর হওয়ার পরে ১৮৬১ সালে রাজকীয় সামরিক হিসাব বিভাগ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার পূর্বে কন্ট্রোলার অব মিলিটারী একাউন্টস (সিএমএ) ঢাকা, মিলিটারী একাউন্টেন্ট জেনারেল (এমএজি) প্যাকস্তান এর আওতাধীন ছিল। স্বাধীনতার পর মহান মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সশস্ত্র বাহিনীর আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খল এবং যুগোপযোগী করতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মিলিটারী একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট (বিএমএডি) প্রতিষ্ঠা করেন যার সদর দপ্তর ছিল মিলিটারী একাউন্টেন্ট জেনারেল (এমএজি)এর কার্যালয়, ঢাকা। এর অধীন কন্ট্রোলার অফ মিলিটারী একাউন্টস (সিএমএ) ঢাকা এবং পরবর্তীতে কন্ট্রোলার অফ মিলিটারী একাউন্টস (সিএমএ) বগুড়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া নৌবাহিনীর জন্য পৃথক একটি কন্ট্রোলার অফ নেভাল একাউন্টস (সিএনএ) ঢাকা, বিমান বাহিনীর জন্য পৃথক একটি কন্ট্রোলার অফ এয়ার ফোর্স একাউন্টস (কাফা) ঢাকা এবং সমরাস্ত্র কারখানার জন্য কন্ট্রোলার অব ফ্যাক্টরী একাউন্টস (কোফা) কার্যালয়ের সৃষ্টি হয়। সিএমএ, ঢাকা বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক(সিএন্ডএজি) এর নিয়ন্ত্রণে থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আর্থিক দাবী নিষ্পত্তি এবং হিসাবায়নের কাজ সম্পন্ন করতো।

তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশে গঠিত কমিটি কর্তৃক Report of the Martial Law Committee on Organisation set-up phase II (Department/Directories and other Organisations under them), Volume II (Ministry of Defence), Part I (Defence Division) Chapter XII (Defence Finance Departmet)-1982 এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ মিলিটারী একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট (বিএমএডি) এর পরিবর্তে ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এমএজি কার্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাউন্যান্স (সিজিডিএফ)এর কার্যালয় নামকরণ করা হয়। এর মাধ্যমে নিরীক্ষা ও হিসাব ব্যবস্থাপনার প্রচলিত ধারার পরিবর্তে আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার ধারণা প্রবর্তিত হয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের হিসাবরক্ষণ, হিসাব ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক উপদেষ্টার দায়িত্ব অর্পিত হয় ডিফেন্স

ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) এর ওপর। ১৯৮২ সালের Revised System of Financial Management for the Defence Forces-1982 জারীর মাধ্যমে Financial Management Concept জারী করা হয়। এতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সংগে ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) আর্থিক পরামর্শ, বাজেট প্রাক্কালনের পূর্বে মতামত প্রদান, বিল নিরীক্ষা, বিল পরিশোধ এবং বাজেট সংরক্ষণ ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রমের সুনিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়।

কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ) কার্যালয়ের অধীনে ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) এর সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (আর্মি), সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (নেভী) ও সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (এয়ার ফোর্স) এর মাধ্যমে ০৩ (তিন) বাহিনীর যাবতীয় আর্থিক দাবী নিষ্পত্তি করা হয়। প্রতিরক্ষা ক্রয় সংক্রান্ত আর্থিক উপদেশ এবং এ সংক্রান্ত দাবী নিষ্পত্তির জন্য সিনিয়র ফাউন্যান্স কন্ট্রোলার (প্রতিরক্ষা ক্রয়) এবং পূর্ত কাজ সংক্রান্ত দাবী নিষ্পত্তির জন্য সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (পূর্ত) কার্যালয় রয়েছে । এছাড়া সেনাবাহিনীর সকল বেসামরিক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় দাবী নিষ্পত্তির জন্য ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (বিবিধ) এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা এর যাবতীয় আর্থিক দাবী পরিশোধের জন্য ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (বিওএফ) নামে পৃথক দুটি কার্যালয় রয়েছে। সেনা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় দাবী নিষ্পত্তির জন্য এসএফসি (আর্মি) এর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এফসি (আর্মি) পে-১ এবং এফসি(আর্মি) পে-২ নামে দুটি পৃথক কার্যালয় রয়েছে এবং সেনাবাহিনীর ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের স্থানীয় নিরীক্ষা এবং স্থানীয় ক্রয় সংক্রান্ত দাবী নিষ্পত্তি করার জন্য ০৮ (আট) টি এরিয়া ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার অফিস রয়েছে। সেনাবাহিনীর ১২টি কোর (Corps) এর বিপরীতে এফসি (আর্মি) পে-২ কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১২ (বার) টি ফিল্ড পে অফিস (এফপিও) রয়েছে। তদানীন্তন পাকিস্তানের এমএজি রাওয়ালপিন্ডি কর্তৃক ১৫ ই ডিসেম্বর, ১৯৬০ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত Instructions Unit Accounts (Pay) অনুযায়ী সেনাবাহিনীর জেসিও/ ওআর'দের বেতন-ভাতা Peace System of Accounting প্রদ্ধতি অনুসরণ করে পরিশোধ করা হতো। পরবর্তীতে Pay Accounting on War System: General Instructions 1962 মোতাবেক তদানীন্তন পাকিস্তান আমলেই প্রি-অডিট সিস্টেমের পরিবর্তে সেনাবাহিনীর জেসিও/ ওআর'দের বেতন-ভাতা Pay Accounting on War System এ গৃহীত ইমপ্রেষ্ট থেকে একুইটেন্স রোল এর মাধ্যমে পরিশোধ করা শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) তথা কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সময়ের প্রয়োজনে এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পূর্ব নিরীক্ষা ও হিসাব সংরক্ষনের পাশাপাশি সিজিডিএফ কার্যালয় আর্থিক উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করে আসছে।